বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা, বাগেরহাট

পরিকল্পনা বিভাগ

www.mpa.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২২-২৩

পটভূমি

মোংলা বন্দর বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর। ১৯৫০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর পিডি-৪(৪৮)/৫০/১ সংখ্যক গেজেট নোটিফিকেশন বলে ১ ডিসেম্বর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে চালনা পোর্ট নামে এ বন্দর প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

একই বৎসরে ১১ই ডিসেম্বর তারিখে পশুর নদীর জয়মনিরগোল নামক স্থানে ''দি সিটি অন লিয়নস্'' জাহাজ নোঙ্গরের মাধ্যমে এ বন্দরের পরিচালন কার্যের সূচনা হয়। ১৯৫১ সালের ৭ই মার্চ জয়মনিরগোল থেকে ১৪ মাইল উজানে চালনা নামক স্থানে এ বন্দরের কার্যক্রম স্থানান্তরিত হয় এবং ঐ স্থানে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত কার্যক্রম চলমান থাকে। ১৯৫৪ সালের ২০শে জুনে খুলনা মেট্রোপলিটন শহর হতে ৪২ কিলোমিটার দক্ষিণে পশুর নদীর পূর্ব তীরে মোংলা চ্যানেল ও পশুর নদীর সঙ্গমস্থলে বন্দরটি পুনরায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭৭ সালের মে মাস পর্যন্ত পোর্ট এ্যাক্ট ১৯০৮ অনুযায়ী এটা ডাইরেক্টরেট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। পরে চালনা পোর্ট অর্ডিন্যান্স নং-৫৩, ১৯৭৬ বলে এ ডাইরেক্টরেটকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করে এ বন্দরকে চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ হিসেবে নামকরণ করা হয়। ১৯৮৭ সালের পোর্ট অব চালনা অথরিটি এ্যাক্ট অনুসারে প্রথমে চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং পরবর্তীতে মোংলা পোর্ট অথরিটি নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৮০-৮১ সালে জেটি নির্মাণের মাধ্যমে বন্দরটির শোরবেইজড কার্যক্রম চালু হয়। রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল এ বন্দরের পশ্চাৎভুমির অন্তর্ভুক্ত।

ভিশন

বিশ্বমানের নিরাপদ ও আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা।

মিশন

- বন্দরের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বমানের বন্দরে রূপায়ন।
- চ্যানেলে নাব্যতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ।
- কার্গো ও কন্টেইনার সংরক্ষণের সুবিধাদি বৃদ্ধি এবং আধুনিক সরঞ্জাম সংগ্রহসহ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ।

সংস্থার প্রধান প্রধান কার্যাবলী

- বন্দর ব্যবস্থাপনা, পরিচালন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- বন্দর ব্যবহারকারীদের দক্ষ সেবা ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান;
- বন্দর অধিক্ষেত্রে জাহাজ বার্দিং ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং চ্যানেলের নাব্যতা সংরক্ষণ;
- বন্দর অভ্যন্তরে মুরিং, পিয়ার্স ব্রিজ পরিচালন ও সংরক্ষণ এবং স্ট্যাক ইয়ার্ড নির্মাণ;
- বন্দরে মালামাল খালাস, বোঝাই ও গুদামজাত কার্য সম্পাদন;
- মালামাল গ্রহণ, হ্যান্ডলিং, শিপমেন্ট সরবরাহ ও বিতরণ কার্যে যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিচালন ব্যবস্থাপনা;
- জাহাজ বার্দিং, লোডিং ও ডিসাচর্জ সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিচালন;
- বন্দর অধ্যাদেশ প্রতিপালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল কার্যাদি সম্পাদন।

জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

জনবল

অনুমোদিত জনবল	কর্মরত জনবল	শূন্যপদ
২৭৯৭ জন	১১১৮ জন	১৬৭৯ জন

সাংগঠনিক কাঠামো

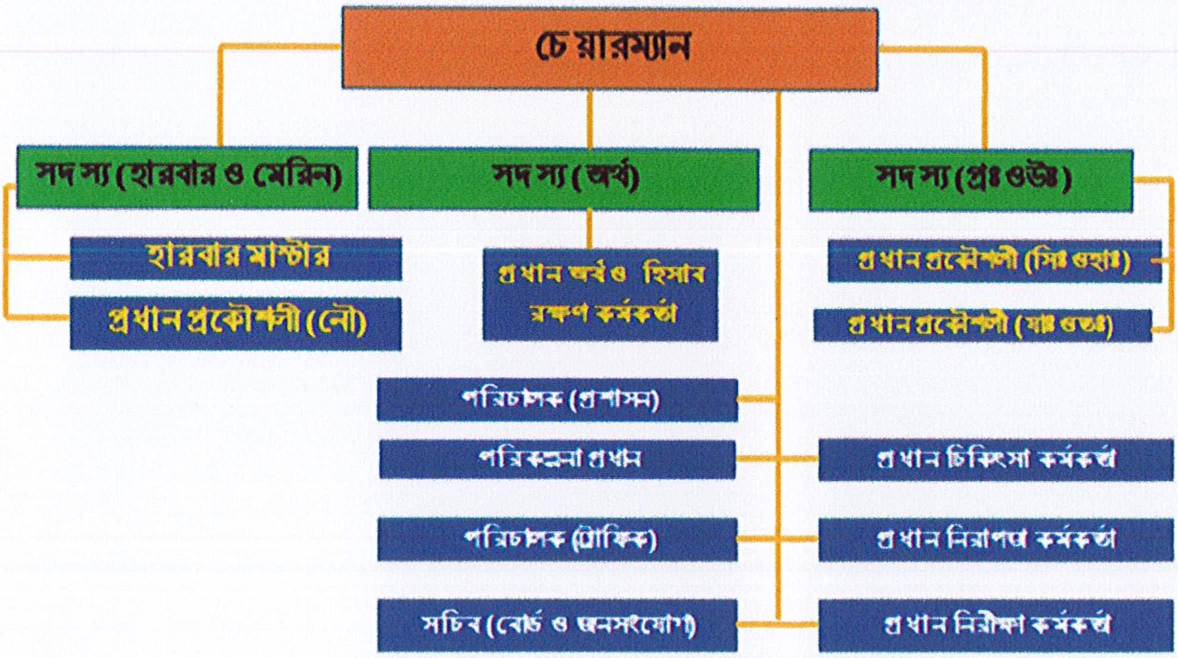

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

১. নিরাপদ চ্যানেল বিনির্মাণ, সমুদ্রগামী জাহাজ সুষ্ঠুভাবে হ্যান্ডলিং এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় জরুরী উদ্ধার কার্য পরিচালনার জন্য ৭৬৭২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "মোংলা বন্দরের জন্য সহায়ক জলযান সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে।

২. বন্দর এলাকায় চলাচলকারী বিভিন্ন জলযান এবং শিল্পকারখানা হতে সকল ধরণের বর্জ্য সংগ্রহ করে পরিবেশ সম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য ৪০১২৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলতি ব্যয়ে "মোংলা বন্দরে আধুনিক বর্জ্য ও নিসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নরে কাজ চলছে।

৩. ইকুইপমন্টেসহ কন্টেইনার টার্মিনাল, হ্যান্ডলিং ইর্য়াড, ডেলিভারী ইয়ার্ড, সার্ভিস ভেসেল, মেরিন ওয়ার্কসপ কমপ্লেক্স, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ কমপ্লেক্স, ওভারপাস, বন্দরের সংরক্ষিত এলাকা ও বন্দর ভবন সম্প্রসারণ এবং ৮টি জলযান সংগ্রহরে লক্ষ্যে ৬০১৪৬১.৯০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "আপগ্রেডেশন অব মোংলা পোর্ট" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

৪. মোংলা বন্দরের জেটি পর্যন্ত ১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিং এর সুবিধা সৃষ্টির জন্য ইনার বার এলাকায় ৭৯৩৭২.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২১৬.০৯ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং এর জন্য "পশুর চ্যানলেরে ইনার বারে ড্রেজিং" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে।

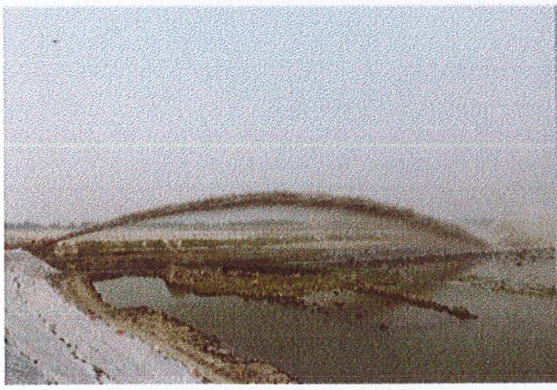

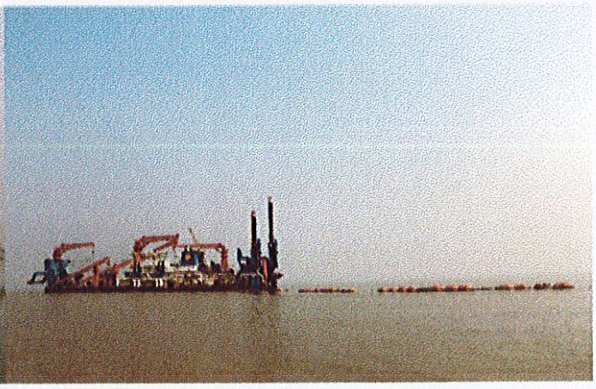

৫. **পিপিপি'র আওতায় মোংলা বন্দরের ২টি অসম্পুর্ণ জেটি নির্মাণঃ** মোংলা বন্দররে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইকুইপমন্টেসহ ২টি অসম্পুর্ণ জেটি নির্মাণ কাজ কাজ সম্পন্নের লক্ষ্যে পিপিপি'র আওতায় ৪১৮০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "মোংলা বন্দরের ২টি অসম্পুর্ণ জেটি নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে।

<u>অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহঃ</u>

- মোংলা বন্দরের সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন (জিটুজি প্রকল্প)
- মোংলা বন্দর চ্যানেলে ৫ বছর মেয়াদী সংরক্ষণ ড্রেজিং প্রকল্প।
- পশুর চ্যানেলে নদী শাসন এবং মোংলা বন্দরের আরও সম্প্রসারণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।

চলমান প্রকল্পসমূহ সম্পন্ন হলে মোংলা বন্দরের বার্ষিক সক্ষমতা দাড়াবেঃ

- চ্যানেলে ৮.৫ সিডি গভীরতা অর্জিত হবে। এতে ১০ মিটার গভীরতার জাহাজ মোংলা বন্দরে হ্যান্ডেল করা সম্ভব হবে।
- মোংলা বন্দরে বার্ষিক প্রায় ৮ লক্ষ টিইউজ কন্টেইনার, ৪ কোটি মেট্রিক টন কার্গো এবং ৩০ হাজার গাড়ি হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা সৃষ্টি হবে।

<u>বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০২২-২০২৩)</u>

ক) এডিপি বাজেট (কোটি টাকায়) (উন্নয়ন)

অর্থবছর	এডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার %
২০০৯-১০	১৮.৪৯	১৫.৮৪৫৫	৮৫.৭০%
২০১০-১১	৮.৪২	৭.৮৯৩৬	৯৩.৭৫%
২০১১-১২	৩৯.০৩	১৫.৬৭৪	৪০.১৬%
২০১২-১৩	৬৮.০৭	৬৪৪৭.৪১	৯৪.৭২%
২০১৩-১৪	১১৫.৫৪	৯৩.৩৬৮১	৮০.৮১%
২০১৪-১৫	১১৫.৫৪০	৯৩.৩৬৮১	৮০.৮১%
২০১৫-১৬	৯৮.১২০	৯৫.০৭২৫	৯৬.৮৯%
২০১৬-১৭	২৭.৯৫	২৫.৭৯	৯২.২৭%
২০১৭-১৮	৫১.০৭	৩৯.৯৮৮৪	৭৮.৩০%
২০১৮-১৯	৩১৬.৪৪	৩১৫.৫৯	৯৯.৭৩%
২০১৯-২০	৫৫৪.০৭	৩৩৫.০৩	৬০.৪৭%
২০২০-২১	৮০৬.৪১	৭৯১.৫৪৭০	৯৮.১৬%
২০২১-২২	৬৩৯.২৪	৫৯৮.৭৮৮৪	৯৩.৬৭%
২০২২-২৩	৭৪৮.৪৫	৫৮৪.২৯	৯০.৪৭%

খ) সংস্থার নিজস্ব বাজেট (কোটি টাকায়) (রাজস্ব)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	ব্যয়ের হার
২০০৯-১০	৬৬.৪৯০১	৬৪.২১৫২	৯৬.৫৮%
২০১০-১১	৮৫.৫১৫৩	৬৩.৬৮৫৪	৭৪.৪৭%
২০১১-১২	১০৫.৮০৭২	৭১.৬৬৩৮	৬৭.৭৩%
২০১২-১৩	১৩৮.০৭৯৬	৯৪.১২৬৪	৬৮.১৭%
২০১৩-১৪	১৫৫.৭৩৩৬	১০২.১০৩৮	৬৫.৫৬%
২০১৪-১৫	১৭০.১৬৬০	১০৯.৪৭৪৬	৬৪.৩৩%
২০১৫-১৬	১৯৬.৬১৭৮	১৩১.৮৮৩২	৬৭.০৮%
২০১৬-১৭	২২৯.৬৯৫০	১৫৬.৪৩৯৬	৬৮.১১%
২০১৭-১৮	২৭৬.১৪৪৯	১৬৬.৮১০৪	৬০.৪১%
২০১৮-১৯	৩২৯.১২১৩	১৯৬.১১৫২	৫৯.৫৯%
২০১৯-২০	৩৩৮.১৯০৮	২২১.০১০৪	৬৫.৩৫%
২০২০-২১	৩৪৮.৩৪৫২	২১৭.২৭৩৯	৬২.৩৭%
২০২১-২২	৩১৭.০৭৭৮	২১৯.৯৮৯৬	৬৯.৩৮%
২০২২-২৩ (প্রভিশনাল)	২৯২.০২৬৮	২২৯.২৫৪০	৭৮.৫০%

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ (২০২৫ সাল হতে ২০৪০ সাল পর্যন্ত)

- আধুনিক কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ
- জয়মনিরগোলে কার ইয়ার্ড নির্মাণ
- জয়মনিরগোলে মাল্টি-পারপাস জেটি নির্মাণ
- আকরাম পয়েন্টে ভাসমান জেটি নির্মাণ (সমীক্ষায় সুপারিশকৃত হলে)
- হিরণ পয়েন্ট পাইলট ষ্টেশনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং জ্যাফর্ড পয়েন্টে লাইট হাউজ ও ভবন নির্মাণ
- নদী শাসন কার্যক্রম গ্রহণ
- যাবতীয় সুবিধাদিসহ হ্যালিপ্যাড ও হ্যাঙ্গার নির্মাণ ও হেলিকপটার ক্রয়।
- সহায়ক জলযান সংগ্রহ
- উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহ
- পানি শোধনাগার নির্মাণ (২য় পর্যায়)
- জয়মনিরগোলে কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ (২য় পর্যায়)
- নেভিগেশনাল এইড সংগ্রহ
- ভিটিএমআইএস সম্প্রসারণ।

সংস্থার উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০০৯-২০২৩ জুন পর্যন্ত)

ক। পরিচালন কার্যক্রম

২০০৯-১০ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত জাহাজ হ্যান্ডলিং

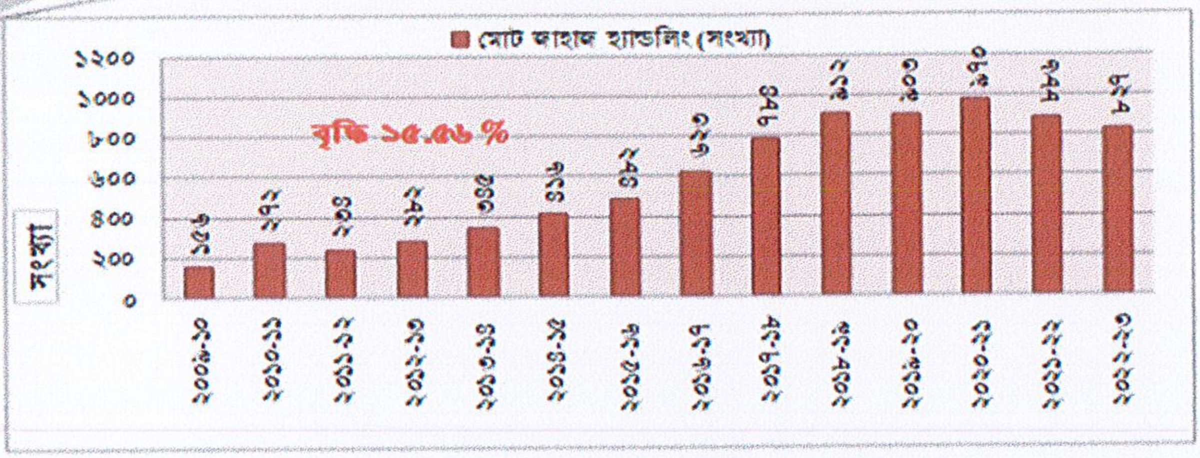

২০০৯-১০ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত কার্গো হ্যান্ডলিং

বৃদ্ধি ১৬.৩৬%

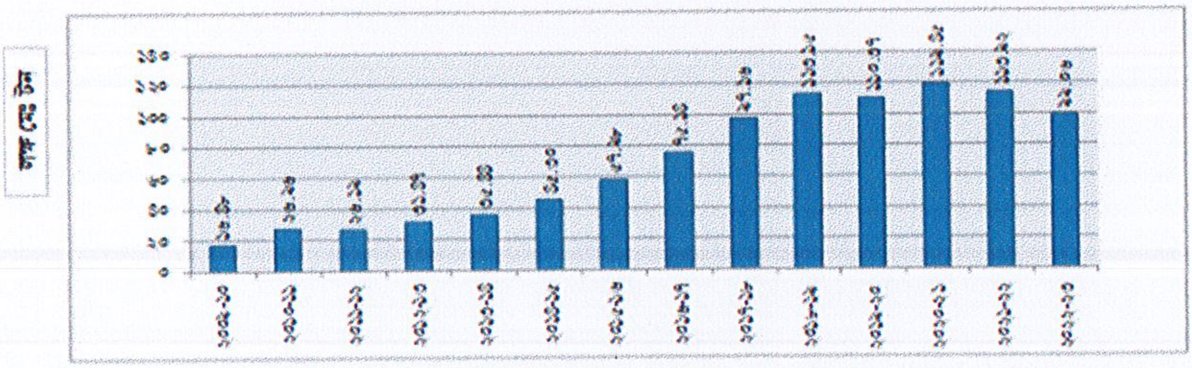

অর্থবছর

২০০৯-১০ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত কন্টেইনার হ্যান্ডলিং

বৃদ্ধি ৫.৭৩%

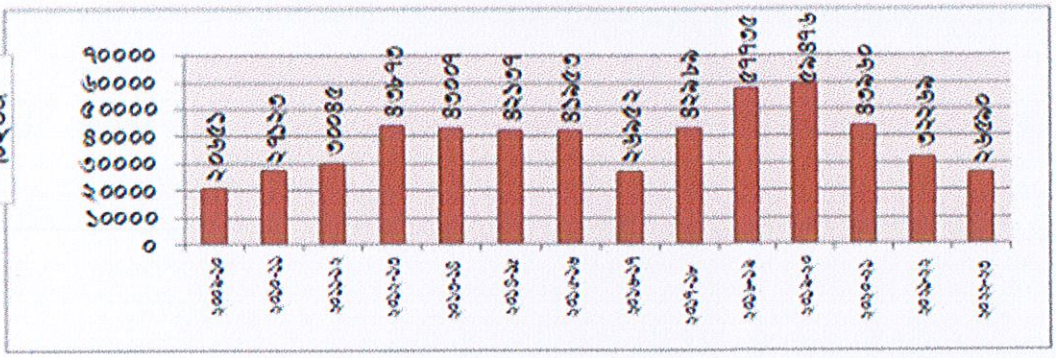

অর্থবছর

২০০৯-১০ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত গাড়ি আমদানি

বৃদ্ধি ১৪.০৩%

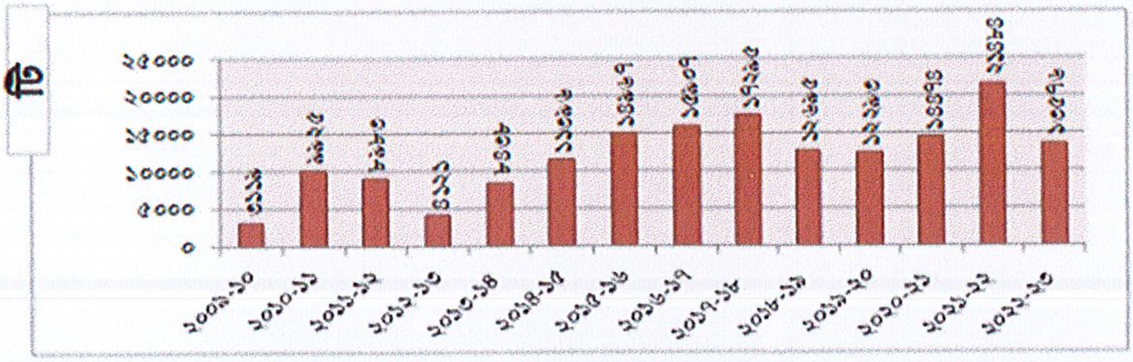

অর্থবছর

২০০৯-১০ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত আয়, ব্যয় এবং নীট মুনাফা

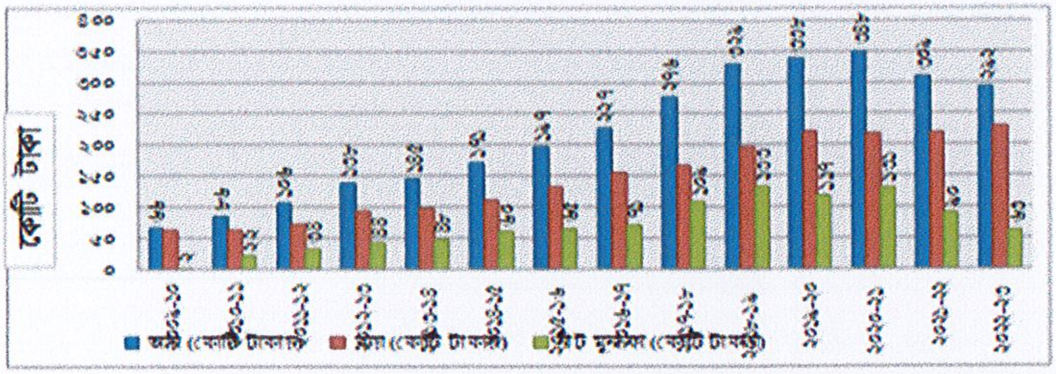

অর্থবছর

২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্জন

কাজের বিবরণ	বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জনের হার (%)
জাহাজ হ্যান্ডলিং (সংখ্যা)	৯২০	৮২৭	৮৯.৮৯%
কার্গো হ্যান্ডলিং (লক্ষ মেঃটন)	৯০	৯৯.০৬	১১০.০৭%
কন্টেইনার হ্যান্ডলিং (হাজার টিইউজ)	৩৭	২৬.৫৯	৭১.৮৬%
গাড়ি হ্যান্ডলিং (সংখ্যা)	-	১৩৫৭৬	
রাজস্ব আয় (কোটি টাকা)	৩৪০.১০	২৯২.০২	৮৫.৮৬%
এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকা)	৭৪৮.৪৫	৫৮৪.২৯৩৫	৯০.৪৭%
এপিএ বাস্তবায়ন সূচকের মান	১০০	৯০.৫	৯০.৫%

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ৯৭০টি জাহাজ হ্যান্ডেল করা হয়েছে যা মোংলা বন্দরের সর্বোচ্চ রেকর্ড।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে ২১৪৮৪ টি গাড়ি হ্যান্ডেল করা হয়েছে। গাড়ি হ্যান্ডলিং এ এটি একটি নতুন রেকর্ড।
- গত ২৭/০৩/২০২৩ তারিখে মোংলা বন্দরের জেটিতে প্রথমবারের মত ৮ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডেল করা হয়েছে।
- অক্টোবর ২০২০ মাসে মোংলা বন্দরের ৫টি জেটিতে প্রথমবারের মত একসাথে ৫টি জাহাজ হ্যান্ডেল করা হয়।
- মোংলা বন্দরের মাধ্যমে রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পদ্মা সেতু, রূপসা রেল সেতুর নির্মান সরঞ্জাম এই বন্দরের মাধ্যমে হ্যান্ডলিং করা হয়েছে।
- গত ০৩/০৮/২০২৩ তারিখে মোংলা বন্দরের জেটিতে প্রথমবারের মত ৮.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডেল করা হয়েছে।
- ই-নথি ও ডি-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

মোংলা বন্দরের মাধ্যমে মোংলা কাষ্টমস্ হাউজ কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্বের বিবরণী

অর্থবছর	আদায়কৃত রাজস্ব (কোটি টাকায়)
২০০৮-০৯	১৩৯.৫৪
২০০৯-১০	৩৪৬.৩৪
২০১০-১১	৮০৭.৬৪
২০১১-১২	১১৯৮.৩২
২০১২-১৩	১৪৬৪.৫৫
২০১৩-১৪	১৯৩৭.১০
২০১৪-১৫	২৪১৬.১৭
২০১৫-১৬	২৯৬৮.৫০
২০১৬-১৭	৩০৩৩.৬০
২০১৭-১৮	৩৩৮৭.৪৮
২০১৮-১৯	৩২৩৮.৩৪
২০১৯-২০	৩১৪৯.৬৪
২০২০-২১	৩৯৬২.০৬
২০২১-২২	৫০৮৬.৭৬
২০২২-২৩	৩৯৯৬.৪৪

মোংলা কাষ্টমস্ হাউজ কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্বের গড় প্রবৃদ্ধি ৩৩.৬৬%।

- মোংলা বন্দর দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য তথা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

খ। উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সম্পাদিত উন্নয়ন কার্যক্রম

মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত ১৮৯৮ কোটি ৭০ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা ব্যয়ে মোট ১৯টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ৪টি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে (১টি পিপিপি প্রকল্পসহ)।

উন্নয়ন প্রকল্প ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অধীনে সৃষ্ট সুবিধাদি

বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উন্নয়ন প্রকল্প ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অধীনে সৃষ্ট সুবিধাদি

- **কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহঃ** বিভিন্ন ধরণের ১৩৬ টির অধিক কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এতে মোংলা বন্দরে কার্গো এবং কন্টেইনার সুষ্ঠু ও দ্রুততার সাথে হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হচ্ছে।

- **নেভিগেশনাল এইড সংগ্রহ ও স্থাপনঃ** ১২৮টি বিভিন্ন ধরনের বয়া, ২টি রোটেটিং বীকন, ৬টি জিআরপি লাইট টাওয়ার ও আনুসজ্ঞিক যন্ত্রপাতি বন্দর চ্যানেলে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে মোংলা বন্দরে ২২ বছর পর দিবারাত্র জাহাজ আগমন নির্গমন করতে পারছে।

- **জলযান সংগ্রহঃ** ১টি পাইলট বোট, ১টি পাইলট ডেসপাচ বোট, ১টি টাগ বোট এবং ৫টি স্পীড বোট সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত বোটগুলি সংগ্রহের ফলে বন্দরে সুষ্ঠুভাবে ও দক্ষতার সাথে সমুদ্রগামী জাহাজ হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হচ্ছে।

- **ড্রেজিং:** পশুর চ্যানেলের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৩৬ কিলোমিটার এলাকায় ৩১১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক জোয়ারে এ্যাংকোরেজ পর্যন্ত ৯.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ এবং জেটি এলাকায় ৮.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ নির্বিঘ্নে আগমন নির্গমন করতে পারছে।

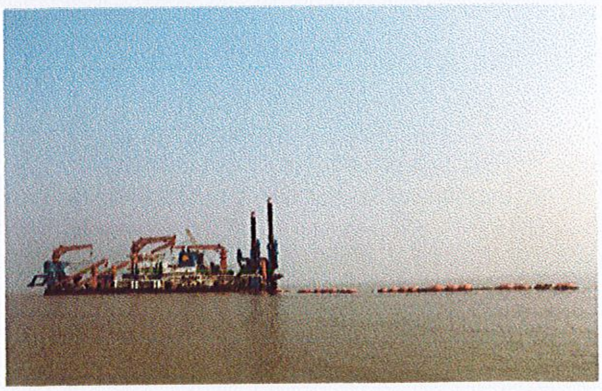

- **ড্রেজার সংগ্রহঃ** ক্রেন বোট ও হাউজ বোটসহ নিয়মিত সংরক্ষণ ড্রেজিং এর জন্য ২টি কাটার সাকশান ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে।

- **মোংলা বন্দরের জন্য নিঃসৃত তেল অপসারণকারী জলযান সংগ্রহঃ** মোংলা বন্দর এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় সমুদ্রগামী জাহাজ কিংবা তেলবাহী ট্যাংকার দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে তৈলাক্ত পদার্থ নিঃসৃত হলে উক্ত জলযান দ্বারা তা সংগ্রহ করে অপসারণের জন্য ১টি নিঃসৃত তেল অপসারণকারী জলযান সংগ্রহ করা হয়েছে।

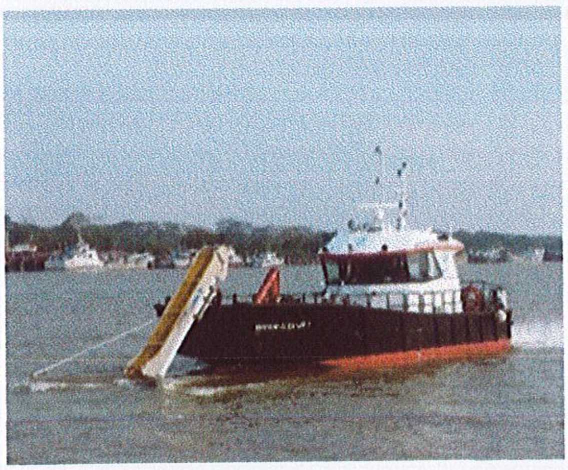

- **মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের রুজভেল্ট জেটি উন্নয়নঃ** ২০১৮-১৯ মেয়াদে প্রকল্পটির অধীনে স্ট্যাক ইয়ার্ড, বাইপাস রোড পুনঃনির্মাণ, নতুন স্ট্যাক ইয়ার্ড, পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে।
- **মোংলা বন্দরের প্রধান সড়ক ও বাইপাস সড়ক উন্নয়নঃ** ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়া মোংলা বন্দরের ১০কিঃমিঃ প্রধান সড়ক ও বাইপাস সড়কের উন্নয়ন করা হয়েছে। এতে যানবাহন নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারছে।
- **আমদানিকৃত গাড়ি রাখার জন্য ইয়ার্ড নির্মাণঃ** আমদানিকৃত গাড়ি রাখার জন্য ৩টি ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে। এতে একসাথে ২০০০ গাড়ি রাখা সম্ভব হচ্ছে।

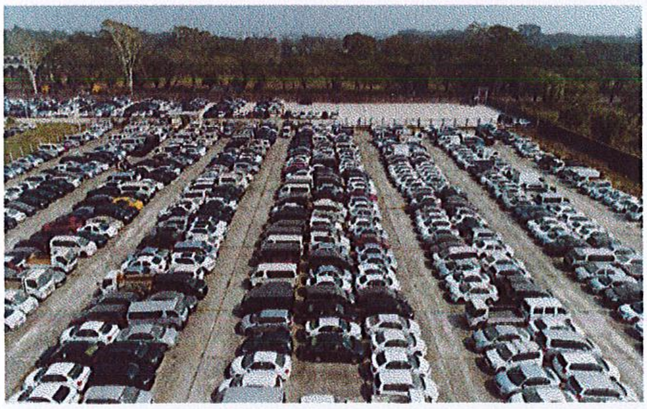

- **কন্টেইনার সংরক্ষণ সুবিধাঃ** আমদানিকৃত কন্টেইনার সংরক্ষণের জন্য ৩টি কন্টেইনার ইয়ার্ড সংস্কার ও ২টি নতুন ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে।

- **ইকুপমেন্ট ইয়ার্ডঃ** বন্দরের ইকুইপমেন্টসমুহ সুষ্ঠুভাবে রাখার জন্য ১ টি ইকুপমেন্ট ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে।

- **স্টাফিং ও আনস্টাফিং শেডঃ** বর্ষাকালে পাট ও পাটজাত পণ্য স্টাফিং ও আনস্টাফিং এর লক্ষ্যে শেড নির্মাণ করা হয়েছে।
- **সৌর প্যানেল স্থাপনঃ** ৮০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের জন্য সৌর প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।
- **অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ** ১টি ফায়ার ফাইটিং ট্রাকসহ বিভিন্ন অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে।

- **বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতির উন্নয়নঃ** ৭ টি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র সংস্কার ও উন্নয়ন, ৭টি ইনডোর ট্রান্সফরমার সংগ্রহ, ১০টি জেনারেটর সংগ্রহ, ১৩টি হাই মাস্ট ক্লাস্টার লাইট, ১টি ম্যানলিফটার সংগ্রহ করা হয়েছে।

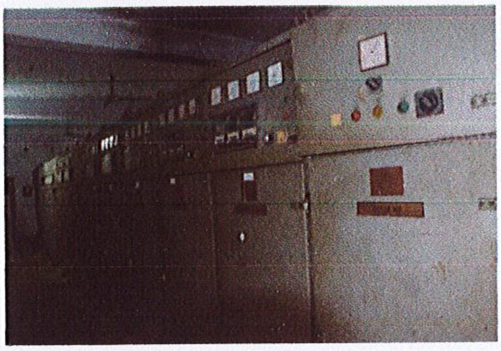

- **চিকিৎসা সেবাঃ** মোংলা বন্দরের হাসপাতালের জন্য প্যাথলজিক্যাল বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্ট এবং আধুনিক এ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া নতুন করে দন্ত চিকিৎসা ইউনিট এবং প্রসুতিদের জন্য লেবার রুম স্থাপন করা হয়েছে।

- ওয়ান স্টপ সার্ভিসকে অধিকতর আধুনিকায়ন করা হয়েছে।
- মোংলা বন্দরের কার্যক্রম আংশিক অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে।
- মোংলা বন্দরে আগত দেশী বিদেশী জাহাজের চলাচল ও নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে **ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (ভিটিএমআইএস)** প্রর্বতণ করা হয়েছে।

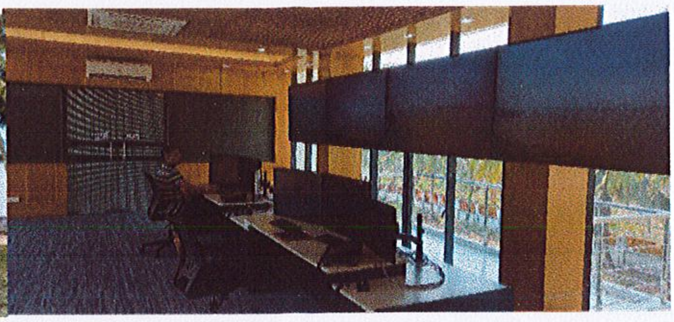

- **মোংলা বন্দরে সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপনঃ** সমুদ্রগামী জাহাজ, বন্দর অফিস ও আবাসিক এলাকাসহ মোংলা বন্দর সংলগ্ন বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থাসমূহের সুপেয় পানির চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

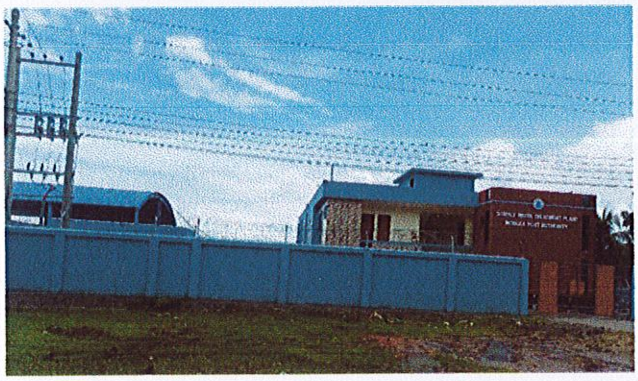

চ্যালেঞ্জ

- ১৪৫ কিঃমিঃ চ্যানেলের নাব্যতা সংরক্ষণ
- নিরাপদ ও দুষণমুক্ত পরিবেশ বান্ধব চ্যানেল নিশ্চিতকরণ
- ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের জন্য বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি
- পুরাতন সহায়ক জলযান প্রতিস্থাপন
- মেরামত সুবিধা সৃষ্টি
- দক্ষ জনবল।

সম্ভাবনা

মোংলা বন্দর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে পদ্মা সেতু নির্মাণ, খুলনা-মোংলা পর্যন্ত রেললাইন স্থাপন, খানজাহান আলী বিমান বন্দর নির্মাণ, রামপালে ১৩২০ মেগাওয়াট সক্ষমতার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা এবং মোংলা ইপিজেড সম্প্রসারণ ইত্যাদি কাজ উল্লেখযোগ্য। পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ায় ঢাকা ও ঢাকার আশপাশে আমদানি রপ্তানি পণ্য বিশেষ করে গার্মেন্টস সামগ্রী মোংলা বন্দরের মাধ্যমে গার্মেন্টস সামগ্রী মোংলা বন্দরের মাধ্যমে পরিবাহিত হওয়ার সহজ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে গার্মেন্টস সামগ্রী পরিবহন শুরু হয়েছে। রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রতি বছর কমপক্ষে ৪৫.০০ লক্ষ মেঃ টন কয়লা আমদানী করা হবে। ভারত বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হলে নতুন নতুন পণ্য আমদানী-রপ্তানির দ্বার উন্মোচিত হবে এবং মোংলা বন্দরের ব্যবহার বহুগুনে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষা প্রতিবেদনে ২০২৫ সালে মোংলা বন্দরে ৪ কোটি মেঃ টন কার্গো, ৮ লক্ষ টিইউজ কন্টেইনার এবং ৩০ হাজার গাড়ি হ্যান্ডলিং এর প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

সংস্থার উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

উদ্ভাবনী উদ্যোগঃ

- সদর দপ্তর মোংলা হতে জেটি গেট পর্যন্ত দৃষ্টি নন্দন ওয়াকওয়ে নির্মাণ।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বার্ন হাউজ নির্মাণ ও ডাস্টবিন স্থাপন।
- মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন অফিস ও বিভিন্ন স্থাপনায় RO ইলেকট্রিক পানির ফিল্টার সংস্থাপন।
- মহিলাদের জন্য নামাজের ঘর স্থাপন।
- মহিলাদের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে/অফিসে ওয়াশরুম স্থাপন।
- মাতৃদুগ্ধ কেন্দ্র স্থাপন।
- হেল্প ডেস্ক স্থাপন।
- অনলাইন মামলা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।

সেবা সহজীকরণ

- পেনশন প্রক্রিয়া সহজীকরণ।
- কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি বরাদ্দ সহজীকরণ।

ডিজিটাল সেবা

- IP-PABX সরবরাহ ও সংস্থাপন
- মোংলা বন্দরে অটোমেশন ও ডিজিটাল সেবা চালুকরণ
- ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন।
- ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালুকরণ।